শুনিয়াও অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা প্রভৃতির দ্বারা বিশ্বাসের অভাবের নাম অশ্রদ্ধা। যেমন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপাদি দর্শন করিয়াও দুর্য্যোধনের তাঁহার প্রতি পরমেশ্বর বলিয়া অবিশ্বাস। অতএব ১।১৪ শ্লোকে শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণ বলিয়াছিলেন—

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত দ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥

"হে সূত! ঘোরতর সংসারদশাপ্রাপ্ত মানব অননুসন্ধানেও যাঁহার নাম উচ্চারণ ও শ্রবণাদি করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই সংসারদশা হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। তাহা নাই বা হইবে কেন? স্বয়ং ভয় পর্যন্ত যে নামে ভয়ে ভীত হইয়া থাকে।"

শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় ভগবদ্ভক্তির মহিমা অনুভব করিয়া "দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ" ইত্যাদি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কিন্তু সর্ব্বসাধারণের নিকটে যে তেমনভাবে বিশ্বাস হয় না, তাহার প্রতি কারণ শ্রীভগবন্নামাপরাধ। এইপ্রকার বিশুদ্ধ ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল কিন্তু সকলের নিকটে প্রকাশ হয় না। তবে যদি কাহারও শ্রীভগবানের মহিমা লোকসমাজকে জানাইবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এই প্রকার আনুষঙ্গিক ফল প্রকাশ হইয়া থাকে; কিন্তু নিজরক্ষার জন্য অথবা নিজ মহিমা দেখাইবার জন্য কখনও এইপ্রকার ভক্তির মহাপ্রভাব প্রকাশ করিবার ইচ্ছা শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে উদয় হয় না। এস্থানের তাৎপর্য্য এই যে, 'অন্যাভিলাষিতা শূন্য, জ্ঞানকর্ম্মাদিতে অনাবৃত, আনুকুল্যে কৃষ্ণানুশীলনরূপা বিশুদ্ধ ভক্তির মুখ্য ফল—তাঁহার চরণে প্রেমসেবাপ্রাপ্তি। অন্যান্য ফল আনুষঙ্গিকভাবে উপস্থিত হইয়া থাকে। যেমন সংসারক্ষয়, মায়ানিবৃত্তি, নিখিল বিঘ্ন বিনাশ, সর্ব্বজনের নিকটে সমাদর, অর্থাদি প্রাপ্তি প্রভৃতি। ইহারা কোনও একটিও বিশুদ্ধ ভক্তির মুখ্য ফল নহে; যেমন রন্ধনাদি করিবার জন্য উনানে আগুন জ্বালিলে যদিও রান্না করার উদ্দেশেই আগুন জ্বালা হইল, তথাপি ঐ আগুনের উত্তাপে শীত নিবৃত্তি, প্রভায় অন্ধকার ও ভয় নিবৃত্তি এবং বস্তুপ্রকাশ প্রভৃতি হইয়া থাকে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ চরণে প্রেমসেবা প্রাপ্তির জন্য ভজন করিতে করিতে আনুষঙ্গিকভাবে অবিদ্যানিবৃত্তি প্রভৃতি হইয়া থাকে। কিন্তু নিজের কোনও স্বার্থ-সাধন উদ্দেশ্যে অথবা নিজের কোনও প্রতিষ্ঠাস্থাপন-জন্য সেই সকল ভক্তির আনুষঙ্গিক ফললাভের ইচ্ছা হৃদয়ে থাকিলে বিশুদ্ধ ভক্তির ব্যাঘাত হয়। কারণ শ্রীকৃষ্ণসুখ-কামনা ভিন্ন নিজের কোনও কিছু কামনা থাকিলে